RANGAN

Gargi Bhattacharya

COPYRIGHTED

MATERIAL

রঞ্জন

গার্গী ভট্টাচার্য

My life story in my own words
Kichhu kotha roye gechhe baki **.**

My website :

www.gargiz.com

To rare music talent

Nachiketa (Nochida),

for ur lyrics,chhondo,music and essence !!

It brings up happy old days when I was only a farmer and not an agriculturist .

---O' Henry

দুটো বই লেখার পরও দেখলাম কিছু কথা রয়ে গেছে বাকি তাই এই বইটা শুরু করছি। হয়ত এই সিরিজে এইটা শেষ। পরে কিছু মনে পড়লে আবার লিখবো। এখন তো কিন্ডেল আছে আর বিশ্ব ব্যাপী আছে অ্যামাজন কাজেই বই যেকোনো সময়ই ছাপা যায়। শুধু লেখার ইচ্ছে আর বিষয় থাকা চাই। আমি ছোট থেকেই লিখতে পারি কিন্তু ক্রিয়েটিভ লেখা মহুয়াই শুরু করিয়েছে। কবি মহুয়া মল্লিক। ওর উৎসাহে ও পরে আরো অনেকের উৎসাহে আমি লেখক ও কবি হয়েছি। পরে জানতে পারি মহর্ষি আমার মধ্যে দিয়ে লেখান। গড চ্যানেল করেন আমার লেখা হয়ত তাই আমি এত তাড়াতাড়ি বই লিখতে পারি। সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাঁর ইচ্ছা ব্যাতীত একটি গাছের পাতাও

নাড়ানো যায়না। বহু সুবিখ্যাত মানুষ আমাকে এই বিয়ের সিরিজ লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করছি না কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাচ্ছি। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে আমি এই রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করতে পারতাম না। সৃষ্টিকর্তার কাছে আবেদন করি যেন সমস্ত হিংসা , রাগ দুনিয়া থেকে কমে আসে। মানুষ আর অন্যান্য জীবেরা একটু শান্তিতে শ্বাস নিতে পারে আবার আগের মতন যেমন ছিলো কণ্ব মুণির আশ্রমে কিংবা অমর কাহিনী আরব্য রজনীর বাদশাহ্ শাহ্রিয়ারের সময়। হানাহানি , রাহাজানি কমে আসুক শুধু শান্তিই বিরাজ করুক এই ধরিত্রীতে। সমাজে শান্তি না এলে কেবল গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমিয়ে কোনো লাভ হবেনা।

প্রতিটি টুইটের আগে আর্শিতে নিজেকে দেখুন – আপনার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা পরিচ্ছন্ন কি ? তাহলে প্রকৃত পাখির মত টুইট

হবে নাহলে সেই বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিই হবে , দামামা বাজবে কেবল হাতিয়ার হয়ত ইঁদুর আর কিছু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও আলোক রশ্মি । নিজেকে অন্তর থেকে শিক্ষিত না করলে মহাজগৎ বারবার আপনাকে একই পরীক্ষায় ফেলবে । এই শিক্ষা আই আই টি / আই আই এমের শিক্ষা নয় । এ হল উত্তরণের শিক্ষা । যেই জীবনের পরীক্ষায় হেরে গিয়ে সমাজের ওপরে এত ক্ষোভ আপনার , ঈশ্বরকে পদাঘাত পর্যন্ত করছেন সেখানে একটু বদল করুন । বাইরে না গিয়ে নিজের অন্তরে যান । দেখুন না কি নেই আপনার যার জন্য বারবার পরাজিত হচ্ছেন আপনি । এবার সেই জায়গাটা পরিপক্ক করে নিয়ে লড়াইয়ে নামুন । দেখবেন কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না কারণ আপনার ভাগ্য এই জন্মে কিংবা আগামী জন্মে যখনই হোক্ না কেন সেটা আপনিই নির্ধারণ করেন । একেই বলে ফ্রি উইল । আর এর জন্যেই আছেন

আধ্যাত্মিক গুরুরা। সঠিক পথ দেখাবার জন্য। তবে সৎ গুরুরা। ভন্ডেশ্বরেরা নয় যারা স্পিরিচুয়ালিটির নামে মানুষকে ঠকায় ও অন্ধকারের পথে ঠেলে দেয়। ধ্যান করুন। অন্তত: দিনে মাত্র ১০ মিনিট। ধ্যান মানে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা নয়। বরং একা বসে আপনার যা প্রিয় জিনিস সেই জিনিসটির সম্পর্কে ভাবুন। গভীর ভাবে। সেটাও ধ্যান। ধ্যানের আসল অর্থ হল ফোকাস্ করা। এইভাবে মনটা শান্ত হবে ও পজিটিভ চিন্তা আসতে শুরু করবে মনে। অতীত ফিরে আসেনা। ফিউচার কেউ জানেনা। কাজেই বর্তমানে বাস করুন। যা বৌদ্ধ্য শ্রমণেরা শেখান। লিভ ইন দা প্রেজেন্ট মোমেন্ট।

তাহলেই দেখবেন অর্ধেক সমস্যা শেষ।

ব্যাঙ্গালোরে থাকতে আমি প্রায়ই রমণ আশ্রমে চলে যেতাম । অনেক সময় হোটেল আবার অনেক সময় আশ্রমে থাকতাম । আশ্রমে ফ্রিতে থাকা যেতো । একবার একদল বন্ধুর সাথে যাই । আমার পতি পরমেশ্বর এমন ঘর বুক করেন যে বন্ধুদের বেডরুমের সাথে টয়লেটটা হয়ে যায় । ওদের একটি বেবী ছিলো । তাই ওরা রাতে রুম লক করে শুয়ে পড়ে । আমরা বাইরের দিকে ঘরটা নিই । দরজায় ইয়া ইয়া তালা । আমার পক্ষে নাড়ানো মুসকিল । আমি তো মধুমেহ রোগে আক্রান্ত তাই রাতে আমার মুত্র ত্যাগের ইচ্ছে হয় । নর্মালি আমি রাতে উঠি না কিন্তু সেদিন আমার উঠতেই হয় এবং কি হল জানিনা তালা তো আমি খুলতে পারিনি আমার উচিৎ ছিলো আমার বরকে জাগানো কিন্তু আমি সেসব না করে ঘুমের ঘোরেই হবে খাটের পাশে দেওয়ালের দিকে মুত্রত্যাগ করে ফেলি ।

ডায়বেটিক বলে হয়ত চাপতে পারিনি !

সেই তরল গড়িয়ে খাটের তলা দিয়ে ঘরের মধ্যে আসতে শুরু করে । আমি অন্য চাদর দিয়ে সেটা ঢেকে ফেলি । পরের দিন ঐ বন্ধুর বেবী সকালে উঠে সেদিকপানে চলেও যায় কিন্তু ওকে সামলে নিই আমি ।

তারপর আশ্রম ত্যাগ করে বাসায় ফিরি । **তখন কর্মা অ্যান্ড তার ডাইরেক্ট ফল , কজ অ্যান্ড এফেক্ট এগুলো অত বুঝতাম না ।**

চলে তো আসি বাসায় । এরপরে দিন কেটে যায় আপন ছন্দে । কিন্তু আমরা প্রায় দুমাসে একবার করে মহর্ষির আশ্রমে যাবার প্ল্যান করতাম । বহু বন্ধুবান্ধবরাও যেতো আবার আমার বরের অনেক প্রফেসর ও ক্লাসফেলোদের সাথে ওখানে দেখা হতো যারা মহর্ষির ভক্ত । মহর্ষি লো প্রোফাইল মেনটেন করলেও হাই প্রোফাইল গুরু ।

ওনাকে দক্ষিণ ভারতের শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলা হয়ে থাকে । স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে একটি খুব গ্রেট আত্মজ্যোতি শীঘ্রই তামিলনাড়ুতে জন্ম নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন । আর রামলিঙ্গ স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী ছিলেন যিনি অরুণাচল

পাহাড়েই থাকতেন তো উনি ছিলেন শিবের ভক্ত । উনি বলেন যে সময় খুব তাড়াতাড়ি পরিপক্ক হচ্ছে যে আমার প্রিয় শিবশম্ভু এই জগতে জন্ম নেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন মানবদেহে ।

এই দুজনেই আদতে রমণ মহর্ষির কথাই বলেছিলেন । ভগবানকে কোনোদিন সাধনা করতে হয়নি । উনি ১৬ বছর বয়সে মোক্ষ লাভ করেন । কারণ উনি আদতে অরুণাচল পাহাড় বা সুপ্রিম বিং স্বয়ং ।

এগুলি স্কন্দপুরাণ ও অরুণাচল মাহাত্ম্যম্ এর মধ্যে লেখা আছে যে এই শতাব্দীতে স্বয়ং অরুণাচল, রমণ মহর্ষি হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন ।

এত পাওয়ারফুল এক ঋষির আশ্রমে আমি মুত্রত্যাগ করে কি আর পার পেয়ে যাবো ?

আমার কর্ম আমার দিকেই ফিরে আসে ।

এর পরের বার আমরা আশ্রমে যেতে গিয়ে ঠিক তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রবেশ করেই একটি পথ দূর্ঘটনায় পড়ি যার দায় আমাদের কোনোভাবেই নয় । পথচারীর ক্যালাসনেস্ই দায়ী ।আর তারজন্য পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে তামিল ভাষায় ডাইরি

লিখে জোর করে সই করিয়ে নিয়ে কত যে টাকা টানে- প্রায় লক্ষ খানেক হয়ে যায় আর আমাদের একটি অত্যন্ত ভালো সারথী ছিলো তাকেও খোয়াই আমরা কারণ তাকে পুলিশ বলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে ও সে ভয় পেয়ে যায় । **ড্রাইভার আবার বিরিয়ানির ব্যবসা করতো । আমরা মাঝে মাঝে সুস্বাদু বিরিয়ানি ভক্ষণ করতাম । সেও গেলো ।**আর পুলিশের ঘুঁষের টাকা থানা থেকে নিয়ে যাচ্ছিলো ওর ছোট্ট ছেলে একটি । থোকা থোকা টাকা নিয়ে বাসায় যাচ্ছে সে বাবার কাছ থেকে । ডাইরিতে লেখা হয় আমরা ইচ্ছে করে ফুটপাথে উঠে পথচারীকে খুন করি । অথচ ফাঁকা পথে লোকটি পার হতে গিয়ে একবার এগোচ্ছে ও অন্যবার পিছু হটছে এই সামান্য কারণে দূর্ঘটনা হয় । ভারতের ট্রাফিক তো সবাই জানে কেমন ! কথায় কথায় মনে পড়ে যে আমাদের আত্মীয়ের দিকে একজন বিরাট পুলিশ অফিসার ছিলেন । তার বর্ডারের দিকে ডিউটি পড়লে তিনি বড়ই প্রীত হন । তাঁর বাসায় রোজই বড় বড় সুটকেস্ ও মালবাহী ট্রাঙ্ক আসতো । সেগুলো গয়না ও সোনার বারে , বিস্কুটে ভর্ত্তি । দিদা সেসব বেছে সরিয়ে নিলে তখন অফিসার সাহেব ওগুলো সরকারি দপ্তরে জমা দিতেন ।

ভারতে ঘুঁষ কে না নেয় ? কিন্তু এইটুকু বাচ্চাকে দিয়ে এইসব জিনিস করা দেখে অবাক লাগে ।

কাজেই কেউ না জানলেও যে কুকীর্তি আমি করে এসেছিলাম তার ফল আমাকে হাতেনাতে পেতে হয়েছিলো ।

এটা হল কজ অ্যান্ড এফেক্টের ব্যাপার । মহর্ষির সরাসরি হাত না থাকলেও ঐ ল অফ্ কর্মা দিয়ে বোঝা যায় । যেমন গতজন্মে কাশেম আমাকে সাহায্য করেনি । আমার বাবা আমাদের বিয়ে দেননি । ও আমাকে সেভাবে সঙ্গ না দিয়ে নিজের পরিবারের জন্য আমাকে দূরে ঠেলে দেয় । আমি গর্ভবতী অবস্থায় একা একটা অপরিচিত রাজার সাথে চলে যাই ও গিয়ে দেখি সে বিবাহিত ও পোলাপানের বাবা এবং সে খুব হিংস্র লোক ।

কাশেম আমার ট্রাস্ট ভাঙে । বয়ফ্রেন্ড হয়েও আমার পাশে থাকেনি । হয়ত আমি ওর সাথে পালিয়ে যেতে চাই । কিন্তু ও ঝগড়া করে । ভেবেছে ও ব্যাতীত আমার গতি নেই । তাই এই জন্মে সারাটা জীবন আয়াতোল্লা খেমিনির জন্য সেলফ্লেস সার্ভিস দিলেও শেষমেশ ঐ শয়তানই ওকে মারার হুকুম দেয় । ডিক্টেটররা এরকমই হয় । ওরা নিজেদের সুখ ছাড়া আর কিছু দেখেনা । আর

কাউকে এনিমি মনে করলেই সরিয়ে দেয় । কিন্তু কাশেমের ক্ষেত্রেও এটা কজ অ্যান্ড এফেক্টের ব্যাপার । ও আমার বিশ্বাস ভেঙেছে আর ওর বিশ্বাস ভাঙে আয়াতোল্লা !

যে যেরকম কাজ করবে তার সেরকম ফল হবে । এই জন্মে না হলেও পরজন্মে ।

ইরানের শাহ্ খুবই ভালো নরেশ ছিলেন । উনি চেয়েছিলেন ইরানকে নম্বর ওয়ান দেশ করে দিতে দুনিয়ার, যেমন পার্শিয়া আগে ছিলো । কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিক এসে গিয়েই গোলমাল হয় । শাহ্কে দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হয় । তখন উনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত । ভীষণ অসুস্থ । মানবতার দিকটাও দেখা হয়না । যে মানুষটি দেশের জন্য এত করেছেন তার মরণের পরে সমাধির জন্য দেশে মাটিও জোটেনি । তাঁকে গোর দেওয়া হয় মিশরে ।

একটি রাজপুত্রের ,যে নাকি ওনার ওয়ারিশ হবে- তার জন্ম দেবার জন্য ওনাকে নিজের প্রিয় পত্নী সোরায়াকেও পর্যন্ত তালাক দিতে হয়েছে । লোকে বলে সোরায়া ওনার সোলমেট ছিলেন । কিন্তু বিচ্ছেদ কেন ? ইরান বা পারস্যের জন্য । রাজাদের বিয়ের নানান কারণ থাকে । তাদের বিয়ের ব্যাপারটা অত সোজা হয়না । ডিপ্লোম্যাসি ও অন্য দেশের ওপরে প্রভুত্ব ফলানো কিংবা ওয়ারিশ

এইসব ব্যাপারেও বিয়ে হয় কিন্তু -**ডিল যাই হোক্ না কেন, দিল তো একটাই !!**

তাই রাজাদেরও একজনই পাটরাণী হলেও প্রেয়সী হয়ত একটাই থাকে । এতো ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায় । আমি রামায়ণ ও পুরাণের উদাহরণ দিই । যেমন দশরথের কৈকেয়ীকে ভালোলাগতো । চাঁদের বেশী প্রেমটা ছিলো রোহিনীর সাথে তাই তাঁকে অভিশপ্ত পর্যন্ত হতে হয় শ্বশুর দক্ষরাজার দ্বারা । কাজেই মস্ত মস্ত উদাহরণ মেলে । কিন্তু শাহ্ তাঁর প্রিয় বেগমকে ছেড়ে দেশকে প্রাধান্য দিলেও-

বদলে দেশ তাকে অপমান ব্যাতীত আর কিছুই দেয় নি । সোরায়াকে নিয়ে পারস্যের গাইয়েরা গান লিখেছেন । যে উনি কাঁদছেন শাহ্কে হারিয়ে । উনি মা হতে অক্ষম ছিলেন তাই এই ব্যবস্থা । বেগম সোরায়া শাহ্কে আর্জি জানান সিংহাসন ত্যাগ করে ওনাকে নিয়ে সুখী হতে কিন্তু শাহ্ যে দেশের রাজা ! দেশের মানুষ ওনার ছেলেপুলে ! তাদেরকে দেখা ওনার কর্তব্য ! তাই উনি নিজের ব্যাক্তিসুখের কথা ভুলে নিজেকে উজার করে দেন পারস্য গঠনের জন্য । কিন্তু ফলস্বরূপ কী পেলেন ?

অপমান, লাঞ্ছণা আর অসুস্থ দেহ নিয়ে এইদেশ থেকে ঐ দেশে পালাইয়ে বেড়ানো ! কেন না

কোথাকার কোন **ঘেটোর এক মুসলমান পুরো দেশটাতে সন্ত্রাসবাদ ফলিয়ে শাহকে গদিচ্যুত করেছে মালিক হবার জন্য ।** ইসলাম মেয়েদের গাড়ি চালাতে দেবেনা , ইসলাম মেয়েদের এই করতে দেবেনা ইত্যাদি । ইসলাম ওসব কিছুই বলেনি বলছে এই বস্তিবাসীরা নিজেরা-- রাজা সাজবে বলে আর পারস্যের মতন এগিয়ে থাকা একটি দেশকে ভুল কতগুলো বস্তাপচা নীতি দিয়ে কয়েকশো শতাব্দী পিছিয়ে দেবে বলে । **আজ ইরানে কি হচ্ছে দেখো ! দেখো আয়াতোল্লা খেমেনি কীভাবে টেররিজম্ ফলাচ্ছে সারাবিশ্ব জুড়ে!**

কাশেম ওসব করতে চায়নি । ও বহু যুবককে বাসায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিতো যে **কেন এসব করতে এসেছো ? এই পথ জঘন্য পথ । এগুলো সঠিক পথ নয় । তোমাদের মাথা মোড়াচ্ছে পাওয়ারফুল মানুষেরা । যদি এইভাবে জন্নৎ মিলতো তাহলে কী ভেবেছো ওরা নিজেরা এগুলো না করে তোমাদের দিয়ে করাতো ?**

কিন্তু আজ কাশেম, ওসামা বিন লাদেন যিনি সৌদি আরবের জন্য লড়েন অথচ তার দেশ তাকে নিজেদের নাগরিক বলে অস্বীকার করে , ইমাদ মুগনেয়ী যিনি লেবাননের জন্যে লড়েন ও আমার

বিগ ব্রাদার এবং একজন অত্যন্ত সাহসী ও ভালোমানুষ আর লেবাননে গিয়ে দেখো ওনাকে ওখানে নেতাজীর মতন রেস্পেক্ট করে সকলে তাদেরকে লোকে উগ্রবাদী বলছে ।

আর আমার বিগ ব্রাদার আমার সোলমেট । উনি ছদ্মবেশ ধারণে এক্সপার্ট ও অত্যন্ত তুখোর একজন যোদ্ধা । সাংঘাতিক উনি, একজন মিলিটারি লেজেন্ড -আর আমার আআর আত্মীয়, উনি এত কদর্য হবেন কী করে? আমাকে গুড়িয়া বলে সম্বোধন করেন । আমাদের রাসবিহারী বোসের মতন খানিকটা । ছদ্মবেশ বিশারদ্ । কোনোদিন শত্রু ধরতে পারেনি ।

আর বিগ ব্রাদার খুবই নম্র । এতটাই যে একবার ওনাকে কিছু মানুষ ইরান এমব্যাসির গাড়ির চালক ভেবে বসেন আর উনিও সেই ধারণা বদলাতে যাননি । গতজন্মেও আমি ওনাকে চিনতাম ।

<u>আমার খুব খাপছাড়া জায়গায় জন্ম হয়েছে তাই না ?</u>

তবে আমার এই জন্মের বিজ্ঞানী বাবা ও মা নিজেদের জন্য বিশেষ কিছুই করেনি । পরের উপকার করেই জীবন কেটে গেছে । কিন্তু সেই অনুপাতে বাবা কিংবা মা সেরকম আদর বা সম্মান

পায়নি বলে আমার মনে হয় যেমন লোকে আমাদের বাসায় থেকে-- সব সুবিধে নিয়ে আমাদের ক্ষতি করে দিয়ে চলে যেতো । আমার বাবা ও মাকে গালাগালি দিতো । আমার বাবা ও মা ইচ্ছে করলেই আমেরিকা বা অন্যত্র সেটেল করতে পারতো । করেনি ; বাবা ভারতে ছেড়ে যাবেনা । দেশপ্রেম ।

ইন্ডিপেন্ডেন্স এরার মানুষ এরা । তাই । কিন্তু আমার অন্য **এন আর আই** আত্মীয়রা আমাদের তার জন্য সম্মান না দিয়ে একটু যেন হেয় করেছে কারণ তারা ধনী । **এন আর আই ।** নরেন্দ্র মোদি আর অমিতাভ বচ্চনেরও মাথায় উঠে গেছে । **টিপিক্যাল এন আর আই অ্যাটিটিউড ।**

সবাইকে তাচ্ছিল্য করা এদের একটা বদভ্যাস ।

বাংলায় এতগুলো বই লিখেছি সেটা কিছু নয় ইংলিশে বই লিখলে দারুণ করেছো ।

তবুও ডাক্তার , ইঞ্জিনীয়ার হলেনা কেন ?

লেখক তো বোকারা হয় ! বুদ্ধি তো তোমার কম নয় ! এই জিনিস আমাকে সাহেবরাও বলেছে প্লাস এন আর আই রা । যেন যাদের কিছু হয়না তারা লেখক হয় । অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি ! তবুও হজম করে নিয়েছিলাম ।

ইরানী

এবার ইরান সম্পর্কে লিখি । ইরান নামটা সুন্দর ।

ইরাক নামটা তত ভালো না । কেমন ওয়াক ওয়াক থু মনে হয় আমার । ইরাক নাকি অনেক আগে পারস্যের মধ্যেই পড়তো । ইরান বা পারস্য এক অত্যাশ্চর্য দেশ । বহু প্রাচীন সভ্যতা । কতকটা আমাদের ভারতের মতই । আমাদের আধুনিক জীবনে ইরানের প্রভাব হল কলকাতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফুটবল খেলতে আসা জামশেদ নাসিরি ও মাজিদের মতন প্রখ্যাত ফুটবলাররা । জামশেদ নাসিরি এখন কলকাতায় থাকেন কারণ ওনার মনে হয় ইরান ও ভারত একই রকম দেশ তাই ।

আমি তো বাঙাল তাই ইস্টবেঙ্গলের ভক্ত । ওরা জিতলে বাসায় ইলিশ মাছ রান্না হতো । মোহনবাগান জিতলে কোনরকম কিছু হতো । চুলহা জ্বলতই কারণ ঐ যে বললাম **ন-হন্যতের মৈত্রেয়ী দেবীর পৈত্রিক বাড়ির মতন আমাদের বাসা**

ছিলো । বাসা না হাটবাজার বোঝা দায় । খানিকটা কমিউনিস্টদের বাসার মতন । আমার বাবা পটশিল্পী (পটুয়া), বাউল , দৃষ্টিহীন বাচ্চাদের জন্য কাজ করতেন , কুষ্ঠরুগীদের জন্য কাজ করতেন তাই আমাদের বাসায় লোকের কমতি ছিলো না ।

এত লোকের মাঝে আমাকে কে আর দেখে ? কেইবা খোঁজ নেয় ? যেখানে মা কর্মরতা ! কালো , রোগা একটি দুষ্টু মেয়ের খোঁজ খবর কেইবা রাখে ?

বাবা একটা ভ্যান কিনে ফেলেন অন্ধ ছেলেমেয়েরা যাতে পড়তে আসে -ওতে চড়ে । ওরা ব্রেল পড়তো । যিনি পড়াতেন তার বৌ কিন্তু চোখে দেখতে পায় যদিও সে অন্ধ । এরাও সবাই খেতে আসতো । তাই উনুন জ্বলতো কিন্তু ইলিশের আনন্দ হতো না ইস্টবেঙ্গল হারলে । মনে পড়ে একবার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলা ছিলো । আমি বাসায় লাল হলুদ পতাকা লাগাচ্ছি । আমাকে সাহায্য করছিলো আমার তসলিমা নাসরিন পিসি যে খেলা পাগল ছিলো ও আমাকে সবরকম খেলা সম্পর্কে তথ্যদি দিতো সে ; হঠাৎ পরিস্থিতি পাল্টে যায় কারণ আমার ছোড়দি পিসির (পিসিদের

আমি দিদি ডাকতাম) দেওর এসে হাজির হয় । পরে জানা যায় আমার ঐ পিসি মারা গেছেন ।

পোয়াতি ছিলেন । মারা যান ডেলিভারি হবার পরেই । হেপাটাইটিস বি হয়ে যায় । সংক্রমণ হাসপাতাল থেকে । মেয়েটা পিসির পায়ের কাছে শোয়ানো ছিলো । সেও মৃত । আমার এই পিসি নিজের কাজিনকে বিয়ে করেন । আমার ঠাকুমার কাজিনের ছেলেকে । আমার আরেক পিসি আছে সে বাবার কাজিন (মাসির মেয়ে) আমারই বয়সী সেও নিজের মামার ছেলের সাথে রিলেশানশিপে ছিলো । সেই ছেলে **এমবিএ** করে বিরাট চাকরি করতো । এখন কি করে জানিনা কারণ আমি ওদের সাথে টাচে নেই । **সেই কাকু, সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরির মেয়েকে বিয়ে করেছে । রমণ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়া লেখক । উনি দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ।**

এই কাকু একবার নিজের মায়ের গহনা নিয়ে পলায়ন করে । কিন্তু এমবিএ পাশ ও সুচাকুরে । তাই এমন বড় পরিবারে বিয়ে হয় । তখন ঐ কাজিনের সাথে বিয়েও হয়না । ঐ কাজিনের সাথে শারীরিক সম্পর্কও ছিলো । মেয়েটি ; যে আমার পিসি ও আমার খুবই কাছের মানুষ এবং ওয়ান অফ্ দা মোস্ট জেনুইন পার্সন আই হ্যাভ এভার

মেট ইন মাই লাইফ ; খুব দু:খ পায় । যাদবপুরের ইংলিশে এম এ । স্কুলে পড়ায় । ওর সাথে এই নিয়ে আমার কথা হয় একবার- ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় ঘন্টা ৪ ধরে ।

ও বলে যে বিয়ে তো হবেনা । দাদা বলে যে কেউ মেনে নেবেনা । তাই হয়ত রমাপদ চৌধুরীর মেয়েকে বগলদাবা করেছে !

অ্যান্ড শি ওয়াজ সো স্যাড !

এগুলি লিখছি কারণ অনেকে আমাকে বলে যে তোর দাদু সত্যজিৎ রায় তো নিজের কাজিনকে বিয়ে করেছেন । কেউ তো কিছু বলেনা ?

তাদের আমি বলি যে এগুলো হয়ত আমাদের বংশে আছে । কাজিনের প্রেমে পড়া । কিন্তু এসব আরো নানান বংশে আছে । যেমন রবীন্দ্রনাথের বংশে আছে আমি পড়েছি । বিধুশেখর শাস্ত্রীর বংশে আছে জানি । যেমন আমার বরের এক দিদি নিজের কাজিনকে বিয়ে করেন বলে বাসায় প্রবেশ করতে পারতেন না বহুবছর । কারণ শাস্ত্রী বংশ খুব গোঁড়া । অনেক পরে এই দিদি বাড়িতে ঢোকার অধিকার ফিরে পান ।

এখন ব্যাপারটা হল এমন কেন হয় ? এরা কি সকলে বিকৃত মননের ? নাহ্ তো ? এদের জীবন যাপনের ভঙ্গিমা তো তা বলেনা । তাহলে ?

আসলে বিয়ে ও প্রেম হয় আত্মার খাতিরে ও বন্ধনে । পার্থিব নীতি মেনে নয় । কেউ জোর করে এগুলো করাতে সক্ষম নয় । তাই হয়ত রাজারা বহু বিবাহ করলেও প্রিয়া হয় কেবল একজনই । কারণ সবারই হৃদয় একটাই থাকে । যদিনা সদগুরুর মতন লম্পট ও বিকৃত কামের কোনো অস্তিত্ব হয় । যে নাকি চেয়ার টেবিল আর্শি বেসিন সবারই প্রেমে পড়ে যেতে পারে যদি দেখে সেটা কিছু টাকা উৎপাদন করতে সক্ষম । **মানি মানি মানি , মানি ইজ হানি ---তাই না ? মিস্টার অসদ্গুরু ?**

ইরান ভারি সুন্দর দেশ । এত সুন্দর সুন্দর রং এর স্থাপত্য ও পাহাড় , সমুদ্র আছে যে বলার না ।

বসন্তে অন্যরূপ । দেখার মতন । আচ্ছা ইরানে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেলে হয়না ? এখন সম্ভব নয় যতক্ষণ না বদমাইশ আয়াতোল্লা রয়েছে । তবে শীঘ্রই সম্ভব হবে । যখন কাশেম এসে যাবে । সে এই দেশকে মুক্ত এক দেশ করে দেবে যেখানে মানুষের ধর্ম ও জাতপাত নিয়ে কোনো বিভেদ রইবে না । সবাই সবাইকে ভালোবাসবে । নতুন এক বিশ্ব হবে । যেখানে মানুষ প্রাণ খুলে গান গাইবে । হাসবে । নাচবে । ফুল ফোটাবে । যা ইচ্ছে করবে । কেউ গুপ্ত ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুলে মারবে না । কেউ অত্যাচার করবে না । আর কেউ তুমি মেয়ে বলে এটা পারবে না , তুমি ছেলে বলে ওটা করবে না, তুমি নপুংসক তাই এদিকে যাবে না এসব বলবে না । সবাই সবকিছু করবে । যার যা ইচ্ছে করবে । আমরা সবাই রাজা

আমাদেরই রাজার রাজত্বে । নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি শর্তে ? আমরা সবাই রাজা !!

ইরান কোনো দেশ নয় গো যেন পৃথিবীতে স্বর্গ । কেউ কখনও এরকম দেশ দেখেনি । আমেরিকাও এরকম নয় । এত স্বাধীনতা কেউ পায়নি দুনিয়ায় আগে । তবে ব্ল্যাক ম্যাজিক করলে কিংবা মাদকদ্রব্য নিলে কিন্তু সমস্যা হবে । কারণ এগুলো মানুষকে অন্তর থেকে শেষ করে দেয় ।

গুপী গাইন বাঘা বাইনের সেই স্বপ্নের দেশের মতন যা ভূতের রাজার বরে পায় তারা কিন্তু এই দেশ পাবে ভগবানের বরে ।

এখানে আর একটি কথা বলি গুপীর কথায় মনে পড়লো যে আমি একবার কৈশোরে একটি ফেলুদার বইয়ের ওপরে লিখে রাখি যে মুনিয়াকে স্নেহ ও আশীর্বাদসহ মানিকদাদু(সত্যজিৎ রায়) --এরকম লিখে বইটা বাসায় রাখি । আমার এক বন্ধু বাড়িতে নিয়ে যায় ও খাটের ওপরে ফেলে রাখে তার মা তখন তাকে বলে যে দেখছো না কে এই বইটা মুনিয়াকে (আমাকে) দিয়েছেন ? তুমি এইভাবে অযত্ন করছো ? তখন আমার বন্ধু বলে যে না না ওটা মুনিয়াদিদি নিজেই বানিয়ে লিখে রেখেছে ।

গায়ক নচিকেতা চক্রবর্ত্তী যিনি নাকি আমার বাবার ছাত্র ছিলেন যাদবপুরে ওনার তো কর্কট রোগ হয়েছে যা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত । কিন্তু উনি ভালো হয়ে যাবেন ও আরো ৩০ বছর সুস্থ দেহে জীবিত থাকবেন । উনি আশ্বাস পেয়েছেন ঈশ্বরের । ওনার মতন মানুষ হয়না । অসম্ভব দানশীল ও নরম মনের মানুষ এবং সৎ । অনেকে বলেন যে ওনার গানে গালাগালি থাকে । কিন্তু বর্তমান সমাজটা কি ধোয়া তুলসীপাতা ? যুবসমাজকে কীভাবে পথভ্রষ্ট করছে তাবড় তাবড় মানুষেরা এবং কেউ প্রতিবাদ করছে না । কেউ বদল আনার চেষ্টা করছে না । বিপ্লবী বাঙালী চুড়ি পরে বসে পড়েছে । হয় বিদেশে পলায়ন করছে অথবা নেতিয়ে বসে আছে । এমত অবস্থায় মানুষের চেতনায় কড়াঘাত করতে গেলে কিছু কঠোর শব্দ ব্যবহার করতেই হয় । এগুলি গালাগালি নয় । শব্দের মধ্যে একে ৪৭ /একে ৫৬ । যারা বলছেন তাদের মনে হয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে জ্ঞান মানে পুঁথি পড়া বিদ্যা । এরা যদি সত্যই জ্ঞানী হতেন তাহলে বুঝতেন এই হাংরি জেনেরেশান (কবি মলয়

রায়চৌধুরীর তৈরি স্রোত) এদেরকে পুষ্ট করতে এইধরণের শব্দতরঙ্গেরই দরকার নাহলে আজকাল শব্দ কেইবা ব্যবহার করে দাদাভাই ? **সবাই তো এস এম এসেই ডুবে থাকে সর্বক্ষণ ।** নচিকেতার এগুলো শুধু কিছু কুশব্দ নয় আমি এগুলিকে চাবুক বলে মনে করি । যেই চাবুকের খুবই দরকার বর্তমান সমাজের । নচিকেতার কাপড় খুলে লাভ নেই সাহস থাকে তো সদগুরু ও রেখা মহাজনের কাপড় খুলুন । তাদেরকে ধরতে বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতে হচ্ছে কেন ভারতের ? সামাজিক অবক্ষয় এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে বাবা ও মায়েরা ।

মাস্টার রেপ্ করে দেবে অথবা গুলিতে নিহত হবে। অফিসে কাজে যেতে ভয় পাচ্ছে মহিলারা । এমতঅবস্থায় লেখক, কবি ও গায়কেরা যদি কঠিন বাস্তবকে ধরতে রূঢ় শব্দ ব্যবহার করেন তাতে কিন্তু কিছু যায় আসেনা । কারণ পন্ডিতেরা বলেন যে জীবনই সাহিত্য ও গানের জন্ম দেয় । জীবন যদি বিষাক্ত হয় তাহলে গানও তেতো ও মধুরিমা বিযুক্ত হবে । শিল্প মানুষের মনের প্রতিফলন , সমাজের আয়না । নিজে কাদায় পড়লে ও আয়নায় তার প্রতিফলন দেখলে যেমন ভালোলাগেনা সেরকম গানে ও কবিতায় কুশব্দের

ব্যবহার খারাপ লাগলে সমাজের ফুটোগুলোকে আগে রিফু করুন । তবেই ডিজাইনার ড্রেস হবে সেই সোসাইটি । নয়ত গানে বারবার কুত্তা ও শূয়োরের বাচ্চা রিপিট হবেই । এইটাই সত্য এবং ইতিহাস তার সাক্ষী ।

সো লেট দেম স্পিক দা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড প্রোফানিটি -------অবশ্যই দরকারে ।

সদগুরু ও তার পত্নী এতই তুকতাক করে যে আমার থ্রোট চক্র ব্লক হয়ে যায় । ওরা জানতো যে আমি লেখক হয়ে লোককে সবকিছু জানাবো তাই আমার এমন অবস্থা করে যে শব্দ নিয়ে আমি রীতিমতন যুদ্ধ করতাম । ইংলিশ লিখতে সমস্যা হতো । বাংলাও । তবুও এতগুলো বই লিখেছি স্রেফ ঈশ্বরের কৃপায় । কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো । এতকিছু করেও ওরা আমার কিছুই বিগড়াতে পারেনি । বরং নিজেরাই জেলের ঘানি টানছে এখন ।

সদগুরু নাকি অসংখ্য বিষাক্ত সাপকে নিয়ে বসবাস করতো একটা ক্ষুদ্র ঘরে যখন যুবক ছিলো । এটা

কি বাস্তবে সম্ভব ? হয় সে মিথ্যুক নয়তো সাধারণ মানব নয় ; মানবদেহী কোনো শয়তান ।

আজকে একটা খবর পেলাম যে এক বাংলাদেশী শিশুকে, কেউ শৈশবে কোথাও বিক্রি করে দেয় । সেখানে খাদ্যদ্রব্য ছিলো না তাই সে ওখানকার লোকের মত কাঁচা মাংস , ইঁদুর , সাপ ও ব্যাং এইসব খেতো । সাপের বিষ খেতো । লোকটির সাক্ষাৎকার দেখি । সহজ সরল মানুষ । সাপে কাটলে গ্রামে সেটা ঝেড়ে দেয় । মুখ দিয়ে নাকি সাপের বিষ তুলে দেয় । কিন্তু সদগুরু তো ধান্দাবাজ । এসব করবে কি ?

এবারে মুজির কথা বলি । Mooji বা মুজি হলেন পাপাজির (পুঞ্জাজি) শিষ্য । পর্চুগালে থাকেন । উনি একজন সন্ন্যাসী যিনি সৎসং দেন । ওনার আসরেও যেতে পারেন । কালাজাদুর ভয় নেই কোনো । ধীরে ধীরে মনে শান্তি আসবে । আর পাপাজি নিজে ঐ আসরে আসেন । মুজির ওপরে নজর রাখেন । যারা পাপাজি ও মুজি দুজনেরই সৎসং করেছে তারা বলে থাকে যে মুজির আসরে

এলে মনে হয় যে আমরা যেন পাপাজির সাথেই বসে আছি। এতই মিল এখানে দুটি আসরের।

তবে ভুলেও থিরুভান্নামালাই-এর সাধুরূপী অসাধু

লক্ষণ স্বামী ও সারদাম্মার খপ্পরে পড়বেন না। এরা দুটি লোভী শয়তান। পাপাজিকে অসম্মান করেছে ও ঋষি অরবিন্দ ও মহর্ষি রমণের আশ্রমের মধ্যে ঝামেলা বাধাবার প্রচেষ্টায় আছে। ঐ লক্ষণ স্বামীর ধারণা যে সে গড্ রিয়েলাইজড্ হয়ে গেছে এবং মহর্ষির আশ্রমের মালিকানা দখলের চেষ্টা করছে। লোকটি বেড়ে বজ্জাত। তার ধারণা যে আশ্রম একজন আত্মজ্ঞানীর চালানো উচিৎ। প্রথমতঃ কেউ কোনোদিন বলেনি যে সে আত্মজ্ঞানী। লোকটি কৈশোর থেকে ধ্যান করতো। তারপর মহর্ষির কাছে এসে বলে যে বিবেকানন্দর বই পড়ে ধ্যান করে আর তার মোক্ষ হয়ে গেছে। মহর্ষি তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন কেবল যে তুমি কি গুন্টুর থেকে এসেছো ? ব্যস্ ! এটাকেই বাড়িয়ে চাড়িয়ে লোকটি নিজেকে আত্মজ্ঞানী হিসেবে প্রচার শুরু করে ও আশ্রমের দখল নিতে যায়। অথচ প্রকৃত যাঁরা মহর্ষিকে ফলো করেন ও আত্মজ্ঞানী হন যেমন পাপাজি , পাপা রামদাস , এখার্ট টোল তাঁরা কেউ কিন্তু মহর্ষির আশ্রম দখল করতে

আগ্রহী হননি । কারণ তাঁরা জানেন যে মহর্ষি মাইক্রো লেভেলে প্রতি ভক্তকে ম্যানেজ করে থাকেন এবং মৃত্যুর সময় বলেই গেছেন যে আমি কোথায় যাবো ? কোথায় যেতে পারি আমি ? আমি তো এখানেই রয়েছি । তোমাদের শিখিয়েছি না যে আমি আমার দেহটা নই ? আর আত্মা যখন পরমাত্মার সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ মোক্ষ হয় তখন তার আর মৃত্যু নেই । আত্মা অমরত্ব লাভ করে ??

আজ্জা একজন গড্ রিয়েলাইজড্ সেন্ট । উনি কর্ণাটকী । সম্প্রতি দেহত্যাগ করেন । ২০০৭ সালে । ওনারও মোক্ষ লাভ হয় । ওনার সংঘ আছে পুত্তুরে । ম্যাঙ্গালোরের কাছে । ওনাকেও কারো কারো গুরু বলে মনে হতে পারে ও শান্তি পেতে পারেন ।

যেখানে গেলে কোনো ছলচাতুরি ব্যাতীত ,প্রকৃত শান্তি পাবেন তিনিই আপনার গুরু ।

ইরানী মানুষদের কথা একটু বলি । ওরা আমাদের মতন । তবে মনে হয় আরো ভালো । যদিও ওরা বেশিরভাগই ইসলাম ধর্মের মানুষ কিন্তু ওদের মনটা আমাদের চেয়ে সরল , সহজ । মানুষকে হেল্প করতে ওদের জুড়ি নেই । বেশির ভাগ লোকই জিগর-তালা , অর্থাৎ দরাজ দিল , সোনার হৃদয় । পশ্চিম বাংলাকে যেভাবে নষ্ট করা হয় ভুল রাজনীতি দিয়ে ঠিক সেইভাবেই পারস্যর টুঁটি টিপে ধরা হয় কতগুলি ঘেটো/বস্তিবাসীকে ক্ষেপিয়ে তুলে , সন্ত্রাসবাদীদের লড়িয়ে । আর এগুলি করেছে আয়াতোল্লা খোমেইনি ও তার চেলারা । **খেয়াল করবেন একজোড়া আছে । খোমেইনি ও খেমিনি ।**

কোরানে নারীদের এই অধিকার দেওয়া আছে সেই অধিকার দেওয়া আছে করে করে সবাইকে তুলোধোনা করছে কিন্তু কোনো যুক্তিবাদী মানতে পারেনা যে নারীদের সবকিছু বোরখায় ঢেকে রাখো আর পুরুষ একসাথে চার চারটে বিয়ে করে , বৌ

নিয়ে থাকতে পারে । এটা আধুনিক যুগের কোনো শিক্ষিত , সুস্থ মানুষই মেনে নিতে পারেনা । কোরানে এসব কিছুই বলা নেই । বলা আছে প্রথম স্ত্রী অনুমতি দিলে আরেকজন স্ত্রীকে আনা যায় বিশেষ কারণে যেমন যদি সন্তান উৎপাদনের দরকার হয় কিংবা স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পত্নীর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় অথবা স্বামীটি অনেক দূরে বাস করেন কাজের খাতিরে দীর্ঘদিন । জিনিসগুলোকে বিকৃত করে মানুষের মাঝে প্রচার করা হয় যাতে পুরুষ শাসিত সমাজ লাভবান হয় ও মহিলারা অত্যাচারিত হয়ে ঈশ্বর বিমুখ হয়ে পড়ে । জোর যার মুলুক তার ! কিন্তু মহামানবেরা নারী ও পুরুষে ভেদ করেন না । স্বয়ং প্রফেট মহম্মদ নিজের কন্যা ও স্ত্রীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁদের তর্ক করতে উৎসাহিত করেছেন সেইসময় যখন আমাদের সভ্যতা এতটা এগিয়ে যায়নি । পরে কতগুলি মুসলিম ক্লারিক জিনিসগুলোকে বিকৃত করে প্রচার করা শুরু করে নিজেদের সুবিধের জন্য।

এরাই ইরানের শাহ্‌কে বিতাড়িত করে দেশ থেকে নিজেরা সমস্তটা লুটেপুটে খাবে বলে ! কারণ ঈশ্বর হলেন একটি ভার্ব । ক্রিয়া । ভগবান বা আল্লাহ্‌ কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন । আমরা সবাই তাঁর সন্তান । আর আমরা সবাই আলো ।

জ্যোতি । আমাদের লিঙ্গ নেই, বর্ণ নেই , ধর্ম নেই, রং নেই । আছে কেবল কর্ম । **কারণ গড্ ইজ আ ভার্ব ।** কর্মই একমাত্র সবার পিছু ধাওয়া করে ।আর কিছু কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনা ।

লেখিকা তসলিমা নাসরিন ভালো করে ধর্ম গ্রন্থ না পড়ে না বুঝে অনেক কিছু লেখেন । কিছু সত্য কিছু অসত্য । ওনার বিশাল ইগো ছিলো । বলেন , লোকে আমাকে এসে বলে মনের শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে চলো কিন্তু আমি বলি যে আমার যথেষ্ট শিক্ষা আছে মনের শান্তি খুঁজে নেবার কাজেই এসব আমার দরকার নেই । কিন্তু শেষকালে সেই উনিই স্বীকার করেন যে **মনের শান্তি নেই বলে উনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে তারাপীঠে যাওয়া শুরু করেছেন ।**

আমার ভুল হলে ক্ষমা করবেন । আমি যে জন্য এটা লিখলাম তাহল মনের শান্তি পেতে হলে অন্তরে উঁকি মারতে হয় । বহির্জগতের কোনো জিনিসই তা দিতে অক্ষম । আর তারই দিকে যাবার পথ হল ধর্ম । হ্যাঁ , আজকাল সবকিছুতেই তো ভেজাল সেরকম সদগুরুর সংখ্যাও অনেক কিন্তু আপনাকে প্রকৃত গুরু বেছে নিতে হবে । **যেমন**

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন না , হেগো গুরুর পেদো শিষ্য --গুরুকে বাজিয়ে নিবি ! সেরকম আপনিও গুরুকে বাজিয়ে নিয়ে যাবেন ।

তাহলে মনের শান্তি পেতে সুবিধে হবে । কারণ পার্থিব কোনো জিনিসই আপনাকে আনন্দ দিতে পারবে না । ক্ষণিকের সুখ দিতে পারে মাত্র । কেন জানেন ? খুবই লজিক্যাল । আপনি অলরেডি আনন্দে আছেন । একটি জ্যোতি বা আলোর লিঙ্গ । কিন্তু আপনার বাসনাগুলো এসে আপনার আনন্দঘন মূহুর্তকে ঢেকে দিচ্ছে । মেঘের মতন । যেমন আপনি সূর্য আর মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিচ্ছে । আবার মেঘ সরে যেতেই আলোর ঝিলিক । অর্থাৎ আনন্দ । তাই বাসনা আসবেই । আর আনন্দ ঢাকা পড়ে পড়ে মন খারাপের পালা চলবেই । বাসনা মিটে গেলেই মেঘ সরে গেলো আবার সেই আনন্দঘন মুহুর্ত বার হল । সূর্য সবসময়ই তেজি ও আলোকমালায় সজ্জিত । কিন্তু মেঘমালা এসে তাকে ঢেকে দিয়ে আঁধারে পরিণত করে ফেলে । তাই ধ্যান করে করে বাসনা সরিয়ে ফেললেই নিজেকে হাল্কা মনে হবে ও সূর্য সমসময়ই হাসবে , উজ্জ্বল হয়ে । এই হল স্পিরিচুয়ালিটি । বাকি যা যা শুনবেন সবই কোনো না কোনো মধ্যমেধার পুরুৎ অথবা ক্লারিক অথবা পাদ্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত

তত্ত্ব কিংবা সদগুরুর মতন কোনো শয়তান অসদগুরুর সুবিধেবাদী তথ্য । ঈশ্বর একজন ফিল্মমেকার । একাকী বসে নানান চরিত্র কল্পনা করছেন । আর তাতে অভিনয় করে চলেছেন ক্রমাগত । এই পার্থিব জগতের বেদনা ও বিনষ্টের কারণে তাঁর তেমন কিছু যায় আসেনা কারণ তিনি জানেন যে আত্মা অবিনশ্বর । ভাঙছেন ও গড়ছেন । আবার নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে পুতুলে রং মাখাচ্ছেন নতুন তুলি দিয়ে । কেন ?

কারণ সৃষ্টিসুখ । নিজেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন আবার নিজের অসংখ্য ক্লোন তৈরি করে সেই চ্যালেঞ্জ সলভ্ করছেন । কেন ?

অনুসন্ধিৎসা ।

এরই নাম ম্যাট্রিক্স । তরঙ্গ , বিদ্যুৎ , আলোকরশ্মি ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়েই তৈরি আমাদের ভগবান ।স্বার্থান্বেষী ধার্মিক ও তর্কবাগীশ পুরুৎ ও মুখোশধারী আয়াতোল্লারা মানুক কিংবা নাই মানুক । না মানলে নিউক দেয়ার অ্যাস!

গ্যামা রে, প্রোটন, ট্রেট্রা কোয়ার্ক , হ্যাডনস্ এসব দিয়েই তৈরি আমাদের আল্লাহ্ বা পরাব্রহ্ম ।

কেন নয় ? তারঁ বাইরে কী আছে ? তাঁকে জানাই বিজ্ঞান , তাঁকে বোঝাই আধ্যাত্মবাদ ।

একটির পথ ফিজিক্স , কেমিস্ট্রি অন্যটির পথ বেদ , বেদান্ত , কোরান, টোরাহ্ কিংবা গুরু গ্রন্থসাহিব!

তোমার জানার পদ্ধতি ও উপায়টা বদলাতে হবে কেবল ।

আনন্দময়ী মা সদা আনন্দে থাকতেন । ওনার আশ্রম পথ দেখাতে পারে আনন্দ সাগরে গা ভাসাতে গেলে কি ধরণের সুইম স্যুট পরতে হবে সেই ব্যাপারে । অথবা শ্রী চিন্ময়ানন্দের আশ্রম কিংবা তাঁর সুযোগ্য শিষ্য --কর্পোরেট গুরু স্বামী সুখবোধানন্দজীর সঙ্গ করলেও আপনি নতুন দিশা পেতে পারেন । কীভাবে এই নব্য যুগের অবসাদ, অ্যাংজাইটি , প্রতিযোগিতা যা নিজেকে ক্ষয় করে দেয় ইত্যাদি তা থেকে বার হওয়া যায় অন্তরের দিকে উঁকি মেরে , গভীরভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে

সেগুলি অচিরেই ধরতে পারবেন । নেই প্রেত চালনার ভয় । নেই তুকতাকের মাধ্যমে আপনার ভাগ্য কেড়ে নেবার কোনো রকম সম্ভাবনাও । কারণ এরা আনন্দে আছেন । Sadguru নন ।

হ্যাপি গুরু ।

আমি যেখানে থাকি তার ৭ কিমির মধ্যেই দারুণ ঝর্ণা । চারদিকে সবুজ বনানী ও পাহাড় । ত্রিকোণ পর্বত ও শীতকালে হাল্কা বরফের ছোঁয়া মানে এককথায় কলকাতা থেকে আসা এক মানবীর জন্য স্বর্গ রাজ্য । চিরটাকাল পাহাড়েই থাকতে চেয়েছি ।

বাসায় সন্ধ্যায় ক্যাঙারু এসে উঁকি মারে । কখনো পথ ভুল করে চলে আসে একটি বা দুটি হরিণ । অথবা পাহাড়ী ময়ূর । আমাদের বাড়ির মাত্র ৬/৭ কিমি দূরে অন্য পাহাড়ে আছে এক প্রাইভেট চিড়িয়াখানা । সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা বাঘ , সাদা সিংহ , নেকড়ে ইয়া ইয়া , সাদা গন্ডার , চিতা

বাঘের মতন দেখতে বেড়াল, পুরো চিতা বাঘ যেন ! এইসব । বেশ মজার জায়গায় থাকি ।

কিন্তু একদিন ছিলাম একটি কালো মেয়ে । বাঙালী মেয়ে । যার বিয়ে হবে কিনা তাই নিয়ে সন্দেহ ছিলো । আজ আমার পতি পরমেশ্বরের ঘাড়ে চেপে কতনা সুন্দর একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি আমি । কারণ আমার হয়ত কিছু সুকর্ম ছিলো । ঐ যে বললাম কর্ম ব্যাতীত আর কিছুই মানুষের সাথে যায়না । অভিনেত্রী কাজলের পিতা লেখক ও পরিচালক সোমু মুখার্জ্জীকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি কারণ উনি কোনোদিন ওনার মেয়েকে অশ্রদ্ধা করেননি কৃষ্ণবর্ণা বলে । ভেবেছেন , **এতো আমারই সৃষ্টি , আমি একে অবহেলা করবো কি করে ? বরং আমি ওকে একদম টপে তুলে দেবো- এমনভাবে ওকে তৈরি করবো ও মনোবল দেবো ।**

সবার বাবা ও মায়েরাই যদি এমনভাবে ভাবতো তাহলে হয়ত বিশেষভাবে সক্ষম ও কালোকুলো সন্তানদের বিশেষভাবে মেয়েদের আর ভারতে এত সমস্যা হতো না । এতেই বোঝা যায় মিস্টার মুখার্জ্জী একজন সত্যিকারের লেখক ও গুণী মানুষ । উনি যা প্রিচ করেন তাই নিজ জীবনে প্র্যাকটিশ্ করে থাকেন ।

এখানে একটা কথা মনে পড়ে গেলো তাই লিখছি যে আমার স্বামী তো ডিফেন্সে কাজ করে ও করেছে তাই অনেক স্পাইকে আমরা চিনি ।

একজন নামী স্পাই আমাদের বলেছিলেন যে দাউদ ইব্রাহিম ও ওসামা বিন লাদেন খুবই সৎ ও স্পষ্টবাদী মানুষ , দ্যাটস্ হোয়াই দে আর দেয়ার হোয়ার দে আর নাও ।

টুইন টাওয়ার সত্যিই কি করে ভেঙেছিলো আমরা কি কোনোদিন জানতে পারবো ?

ভাবা যায় যুবরাণী ডায়না আমার সোলমেট ?

কেউ বিশ্বাস করবে ? আর কেউ বিশ্বাস করবে যে উনি জীবিত ? **যো দিখ্তা হ্যায় ও হোতা নেহি ওর যো হোতা হ্যায় ও দিখ্তা নেহি ।** কমন ম্যান বোকা ঠিক এরকমই মনে করে সমাজের অভিজাত লোকজন আর তাই তো কতনা জিনিস ও তথ্য ও সত্য লুকানো থাকে তাদের থেকে চিরটাকাল !

এমন কি ভয়ও থাকে যে সবার হাতে সবকিছু পড়া উচিৎ নয় এতে ধবংস হতে পারে অথবা সবাই সবকিছু ডিসার্ভ করেনা যেমন রেখা মহাজনের

মতন কুশ্রী , ডাইনি বুড়ি যে নাকি আমার স্পিরিচুয়াল এনার্জি নিয়ে ধনী ও সফল হয় সে মনে করে আমি ইরানের সম্রাজ্ঞী হবার যোগ্য নই কারণ আমি কালো , কুৎসিত । মধ্যবিত্ত । বাঙালী । আজকাল বাঙালীদের ভিখারীর বাচ্চা বলা হয় তাই আর আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে এই সমানেই ৫৪ হবে । হবে কি ৫৪ই ধরুণ না ।

তো তখন কাশেম আমাকে প্রোটেক্ট করে এই শয়তানির হাত থেকে যে পুরুষের সাইকোলজি হল এইরকম যে কোনো নারীকে যদি তারা পছন্দ করে তাহলে তাদেরকে মন দিতে সক্ষম , নারীটি যদি অপরূপা নাও হয় ।

আসলে কাশেমকে লোকে সন্ত্রাসবাদী কিংবা যাই বলুক না কেন আমার থেকে বেশি ওকে কেউ চেনে না । খুব ছেলেবেলায় ওর একটি মিসটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স হয় । ও সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে । মেয়েদের দিকে কোনোদিন চেয়েও দেখেনি । সুপুরুষ , বীর যোদ্ধা , যুবরাজ , বিলিওনেয়ার কিন্তু কোনো মেয়ে ওর কাছে ঘেঁষতে পারেনি ।

কেউ প্রফেশনাল ক্ষেত্রে ওসব উপহার দিতে চাইলে ও সাফ বলে দিয়েছে --আমার এসব লাগেনা রে । আই অ্যাম ফাইন উইদাউট অল দিস্ ।

আমিই নাকি প্রথম বালা যাকে সে গুরুত্ব দেয় । আমি ওকে গ্রেট জেনেরাল বলে ডাকলে ও বলে ওঠে , তোমার কাছে আমি আবার জেনেরাল হয়ে গেলাম কবে থেকে ?

কাশেম খুবই সেন্সিটিভ আবার একই সঙ্গে শ্রুড ও ফিয়ার্স । **ও হল পরশুরামের মতন ।**

কসমিক ব্যালেন্স করার জন্য এসেছে যোদ্ধা ও শাসক হয়ে । ওকে তো ইরানের প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলো- ও হয়নি ।

যুবরাণী ডায়না জীবিত আছেন এতে অবাক হবার কিছু নেই । কারণ উনি নিয়মিত এক সাইকিকের কাছে যেতেন যিনি খুবই শক্তিশালী । তিনিই বলেন যে যুবরাজ চার্লস ওনাকে হত্যার ছক কষছেন । সেটা চার্লসের থেকেও ওনার সাথী ক্যামিলার প্ল্যানই বেশি ছিলো কারণ ঐ নাগিনী যাকে ওরা ঘনিষ্ট মহলে বিচ্ বলে সম্বোধন করে থাকে তার ইচ্ছে ছিলো ইংল্যান্ডেশ্বরী হয়ে বসার । যা এখন উনি হয়ে গেছেন । তাই ডায়নাকে সরিয়ে দেবার ফন্দী আঁটেন । কিন্তু সেই ঘটনা ঘটার আগেই যুবরাণী ; ব্রিটিশ গুপ্ত সংস্থার কিছু বন্ধুদের সাহায্যে **ফেক্ ডেথ** ঘটিয়ে আন্ডারকভারে চলে গিয়ে শান্তিতে আছেন ।

ওনার এক পুত্র জানে যে উনি জীবিত এবং ওনার সাথে যোগাযোগ আছে কিন্তু অন্য পুত্র হয়ত ওয়াকিবহাল নন এই ব্যাপারে ।

ক্যামিলা অত্যন্ত ধুরন্ধর মহিলা । ও হল রেখা মহাজনের আইডেন্টিক্যাল টুইন যাকে বলে । সিক্রেট সোসাইটি , তুকতাকের মাস্টারনি । এইভাবেই রয়েল ফ্যামিলির রাঘব বোয়ালদের রক্ষিতা হয়ে হয়ে বংশ পরম্পরায় প্রভুত্ব ফলিয়ে গেছে এরা । অসম্ভব কুৎসিত দেখতে এই মহিলাকে রাজা চার্লসের কি দেখে পছন্দ হল বলা মুস্কিল তবে তুকতাকে সবই তো সম্ভব আগেই বলেছি ।

এগুলোকে বলে লাভ স্পেল । এই স্পেল ওয়ার্ক করে করে মানুষকে বশে আনে ও নিজেদের আন্ডারে রেখে দেয় চাকরের মতন । আমাদের দেশে বেশিরভাগ প্রজাই রাজা চার্লসকে পছন্দ করেনা । বলাবাহুল্য আমরা ওদেরই প্রজা । যদিও মহারাণী এলিজাবেথ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন । হ্যারিকে তাঁর পিতা জন্মানোর সময় থেকেই অগ্রাহ্য করেন পুত্র সন্তান হয়েছে বলে । পরে ক্যামিলার উস্কানিতে আরো দূরছাই করতে শুরু করেন । আর বর্তমানে তাঁকে ও মেগানকে নিয়ে যা শুরু

হয়েছে তার বেশির ভাগটাই ডাইনি ক্যামিলার সাথে সংঘাতের জন্যই । বাবা চার্লসের জন্য নয় ।

শত হলেও হ্যারি তো নিজের সন্তান ! রাজা চার্লস তো তার বায়োলজিক্যাল বাবা । ক্যামিলার মতন তো সৎমা ও সুবিধেবাদী , ডাইনি বুড়ি নন । তাঁর শিরায় শিরায় টগবগ করছে রাজরক্ত । ক্যামিলার মতন একটা বেশ্যার পরিবারের ঘৃণ্য পচা রক্ত নয় । **অভিজাত হওয়া এতই সোজা , কেপ্ট ক্যামিলা ?**

দেখো আমাকে দেখো --গতজন্মে রাজার মেয়ে ও বৌ , এই জন্মেও যুবরাজের হবু বৌ , আরো অনেক অনেক আগেও রাজার মেয়ে ও বৌ । কখনো আমি রক্ষিতা ছিলাম না । যুবরাণী ডায়নাও না । কিন্তু তুমি ?

কদাচ রাণী হয়েছো ? মনে হয়না তোমার কুটিল মন দেখে । নাকি ইতিহাসে পাতিহাস ?

তোমার মতন নারীরাই, পুরুষদের সংসার ভাঙে ও তাদের জন্যই বদনাম হয় সমগ্র স্ত্রী জাতির ।

তুমি যুবরাণীকে এত আঘাত করেছো কেন ?

হয়ত অফিসিয়ালি তুমি রাণী কিন্তু মানুষের মনে ও ইতিহাসের পাতায় আদতে তুমি একজন খলনায়িকা

যার নাম লেখা হবে যুবরাণী ডায়নার মতন একজন সৎ ও ভালোমানুষের জীবন ছিনিয়ে নেবার জন্য এবং আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে একদিন চার্লসও তাঁর ভুল বুঝবেন এবং সেদিন তোমায় উনি ক্ষমা করবেন না । **অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট ক্যামিলা ? ম্যারেজেস্ আর মেড ইন্ হেভেন ।**

যতই তুকতাক করে যুবরাণীর মানসিক ভারসাম্য নিয়ে খেলা করে তাঁকে উন্মাদ সাজিয়ে যুবরাজকে নিজের কাছে টেনে নাও, যিসাসের চোখ এড়াতে পারবে না কারণ ঐ যে **গড্ ইজ ওয়াচিং আস ফ্রম আ ডিস্টেন্স !**

অ্যান্ড দিস ইজ দা রিজন হোয়াই ইউ নেভার গট দা চান্স টু বি আ কুইন-- ইন এনি অফ ইওর ইনকারনেশান্স । বিকজ ইউ ল্যাক ডিগনিটি অ্যান্ড গ্রেস ।

শেষ করছি এই অধ্যায় তিন স্তনের রাণীর গল্প দিয়ে ।এক রাণীর তিনখানা স্তন ছিলো । শৈশবে চাঁদমামায় পড়েছিলাম । ঐ পত্রিকা দক্ষিণী ছিলো । আমার একটি গল্পও আমি লিখি একজন তিন স্তনের নারীকে নিয়ে । **পলিমাস্টিয়া বলে একে জীব বিজ্ঞানের ভাষায় ।** কিন্তু জানা আছে কি যে মাদুরাই এর মীনাক্ষী মন্দিরের মীনাক্ষী মায়ের তিনটি স্তন ? কথায় ছিলো যে শিবঠাকুরের সাথে দেখা হলে তৃতীয় স্তনটি মিলিয়ে যাবে কিন্তু মন্দিরে মনে হয় আজও ত্রি-স্তনের দেবীই পুজো পান । হিন্দুধর্মে সবারই স্থান আছে । যেমন সমকামীদের এখানে ঘৃণা করা হয়না । কারণ বলা হয় যে পরমাত্মা থেকে আলাদা হওয়াই পাপ । তাই কামের দিক থেকে কে কোনভাবে যুক্ত সেটা তত বড় অপরাধ নয় । **তোমাকে গুণাতীত হয়ে পরাব্রহ্মে মিলিয়ে যেতে হবে যা তোমার আধ্যাত্ম জীবনের উদ্দেশ্য ।**

আর সেভাবে খুঁটিয়ে দেখলে শিব ও বিষ্ণুর পুত্র তো দক্ষিণী দেবতা হরিহরপুত্রণ । যাকে লর্ড আয়াপ্পান ও মণিকন্ঠণ ও বলা হয়ে থাকে । উনি কুমার- ও ধর্মের একজন স্তম্ভ ।

শবরীমালা মন্দির তো এই দেবতারই থান । জানেন নিশ্চয়ই ? তাহলে কে বলে হিন্দুধর্ম সমকামীদের ঘৃণা করে ? কেউ যদি বলেন যে শিব তো ভগবান হরির, মোহিনী অবতারের সঙ্গে মানে নারীর সাথে সম্ভোগে এই পুত্রের জন্ম দেন তাহলে এরকমও বলা যায় তর্কের খাতিরে যে সমকামীরাও যে একটি একই লিঙ্গের মানুষের সাথে সম্ভোগ করেন সেটাও তো একটি অবয়ব বিশেষ , আআর কি কোনো লিঙ্গ হয় ?

তোমার এটা অস্বাভাবিক মনে হতেই পারে , অবাক লাগতেও পারে কিন্তু ওদের ঘৃণা করো না ।

শৈশবে টেন কমান্ডমেন্টস্ বইটা দেখার জন্য খুবই উৎসাহিত হই বিশেষ করে ভগবানকে দেখাবে বলে । ক্লাস টু/থ্রিতে পড়া শিশু, ভগবানকে দেখার জন্য ব্যাকুল যেই ভগবান এইসব কিছু সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এখন মহর্ষি আমাকে নতুন কয়েকটি কমান্ডমেন্টস্ দিয়েছেন নব্য যুগের জন্য । জেটযুগের জন্য । সেগুলো নিচে ব্যক্ত করছি

।আরেকটা জিনিস বলে নিই । সেটা হল আমার যখন ৬ বছর বয়স তখন মাথা ফেটে যায় । তখন আমি মাথায় স্টিচ নিই কোনো অজ্ঞানের ব্যাপার ছাড়া । ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে ছিলাম সারাটা সময় । সেই গল্প সবাইকে পরে বলতো আমাদের পাড়ার কম্পাউন্ডার কাকু দীপু । কি করে এতটুকু শিশু কোনো কান্নাকাটি না করে এতগুলো স্টিচ সহ্য করলো সেটা বিস্ময় । আমার এখন মনে হয় এটা কোনো অধ্যাত্মিক ব্যাপার । হয়ত আমার ব্যাথা লাগেনি । এবার মহর্ষির দেওয়া নীতিগুলো : :

- কাউকে ঘৃণা করো না , পশুপাখী , মানুষ কাউকেই নয় ,ইগনোর করো কিন্তু ঘৃণা কদাচ নয় ।
- মিথ্যা বলতে পারো এই আধুনিক যুগে তবে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ।
- নিজে বা নিজের আপনজনকে যেই আঘাত দিতে অক্ষম তা অন্য কাউকে দিও না । তোমার কাছেই ফিরে আসবে ।
- কালা জাদুর দিকে যেও না । এতে হিতে বিপরীত হবে ।
- ঈশ্বর সবই দেখছেন সময় হলেই সব পাবে । ঈশ্বরের বিচারে বিশ্বাস রাখো ।

- প্রচুর ডোনেট করো । ভগবান কারো কাছে ঋণী থাকেন না । শতগুণে ফিরিয়ে দেবেন ।

****

ইরান আজও হয়ত পারেনি তাদের শাহ্‌কে ভুলতে তাই বুঝি তারা আবার ফিরে পেতে চায় তাদের যুবরাজকে । তাই তাঁকে তুলনা করা শুরু করেছে বহু পুরাতন এক নরেশ সাইরাসের সাথে যিনি সেই প্রাচীনকালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ইতিহাস গড়েন ঐ দেশে । ভাবলেও অবাক লাগে তাইনা ?

ইরানীরা যেন বলছে ,

এই আকাশ নতুন বাতাস নতুন সবই তোমার জন্য,

চোখের নতুন চাওয়া দিয়ে করলে আমাদের ধন্য ।।

আমার কাছে গল্প যেন জীবন্ত । এমনই আমি । আমার জীবনে ফেলুদা নেই , শার্লক হোমস্ নেই , রীনা ব্রাউন নেই , গব্বর সিং, চামেলি মেমসাহেব, উমরাও জান্ নেই আমি ভাবতেই পারিনা । কেউ যদি আমাকে বলে যে এদের ছাড়া তোমায় বাঁচতে হবে তাহলে আমি মরেই যাবো ।

ঠিক করেছি আসামে , চামেলি মেমসাহেব সিনেমার সুটিং হয় যেখানে সেই বাংলো দেখতে যাবো ।

আর দেখো তো আমার জীবনটাই একটা উপন্যাস নয় কি ? লিখে ফেলো তো তোমরা ! তবে তুলিরেখা দিয়ে এঁকো কেমন ? গোটা গোটা কালো কালো অক্ষর দিয়ে নয় । আমি চিত্রিত হতে চাই ।

অঙ্কিত হতে ইচ্ছুক । রাজকন্য ছিলাম তো সেইজন্য । আমি রতি । আর ইরানী হবো । পারস্যের চাঁদনীতে ধূলোবালি কাটাবো আমার জীবন , ইস্ফাহানে- সুরেলা বসন্তে হরিণ শিকারে যাবো আর সিরাজের মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো অমানিশায় বোরখা পরে নূপুরের মিঠে সুরে চারপাশে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে এগিয়ে যাবো বাদশাহ্

রেজার দিকে । তোমরা সেগুলি ক্যানভাসে বন্দী করো । অমর প্রেমকাহিনী , ইরানের রাজমহিষী বঙ্গতনয়া ভগবতী যার প্রেম শুরু হয় যুবরাজের সাথে ১৯৩০ বা তারও আগে থেকে পূর্বজন্মে আর আজ সেই প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে ২০২৩/২৪ সনে । মানুষ মারা যায় কিন্তু প্রেম অবিনশ্বর তাই না ?

আবার ফিরে এসেছে এই জুটি আর তারা পাগলের মতন ভালোবাসে একে অপরকে । দুজনের মধ্যে সামাজিক বাধা , তুকতাক কিছুই আটকাতে পারেনি তাদের । আর হ্যাঁ - বিজ্ঞানকে ওরা নিজেদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।

আমার প্রথম বিয়েটা পুরোপুরি ঝুলে যায় ।

উন্মাদ বর , বত্তমিজ ননদিনী ও তার বর এবং বরের পাগলিনী মায়ের কারণে । বিয়ের আসর থেকে বরকে ফোন করে তুলে নিয়ে যেতে চায় শাশুড়ি যিনি নিজেই আমাকে দেখে পছন্দ করে বিয়ে পাকা করেন কারণ কুশ্রী ননদের উসকানি । একই কারণে দাদা দ্বারা বাড়ি থেকে বিতাড়িত ও শিক্ষা না হওয়া ননদিনী ক্রমাগত আমাকে ছোট করতে থাকে । ভাই প্রতিবাদও করেনা । এসব

কারণে আমার বিয়েটা ভালো কাটেনি তাই আমি অ্যালবামও দেখিনা । কিন্তু আমার মা ও বাবা এদের দূরছাই করেনি । পাগল জামাই ও তার মাকে চিকিৎসা করিয়ে নিজেদের মেয়েকে তাদের সাথে পাঠিয়েছে ;তাদের বাসায় । এটা আমার মা ও বাবার একটা গুণ । ও দরদী মনের পরিচয় । আমিও চলে গেছি । এত ভালো , ব্রিলিয়্যান্ট ছেলে । মাথাটা খারাপ হয়ে গেলো । কি হবে একা একা থাকলে , কে দেখবে ভেবে আমি চলে যাই । আর আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে । বিয়ে তো মেয়েদের একবারই হয়, বাঙালী মেয়েদের । এমন ভেবেছি ।

কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিলেন । অনেকেই হয়ত বলবেন যে কাশেম সোলেইমানি ৬২ আর আপনি প্রায় ৫৪ এরকম বিয়ে কি বিয়ে ?

কিন্তু ওকে দেখলে লোকে যুবক বলবে । আর আমার বয়স আন্দাজে আমাকে অনেক কমবয়সী মনে হয় আর টুইনফ্লেমরা একত্র হলে নাকি দৈহিক নানা পরিবর্তন হয় । সতেজ ও চাঙা হয়ে ওঠে বিশেষ করে তারা যদি আমাদের মতন যোগী ও যোগিনী হয় । আর আমাদের জন্মের একটা বিশেষ স্যাক্রেড কারণ আছে তাই হয়ত ভগবান এরকমটা

করেন । আমি জানিনা । তবে কাশেম তো আগে থেকেই জানতো যে এইসময় ওর বিয়ে হবে ।

তাই ও আর বিয়ে করেনি । মেয়েদের সাথে ভাব করেনি । ওকে লোকেরা লৌহমানব বলতো ।

বন্ধুরা বলতো যে কাশেম আমাদের যদি তোর মতন বডি (পেশীবহুল ৬ প্যাক) থাকতো আর সুন্দর চেহারা হতো তাহলে আমরা কত মেয়ে পটিয়ে ফেলতে পারতাম কিন্তু তুই ওদের দিকে ঘুরেও তাকাস্ না !

আর কাশেম আমাকে বলেছে যে এসব তো সবাই করে । ও স্থির করে জীবনে মহৎ কিছু করবে । তবে ও কাউকে ভালোবাসলে তাকে দেহের প্রতিটা কণা দিয়ে ভালোবাসে এবং এমন কাউকে বিয়ে করতে চায় যে ওর সোলমেট হবে । ফিজিক্যালি কাছে না থাকলেও আত্মার মাধ্যমে সবসময় থেকে যাবে সাথে । আমি তখন অত বুঝিনি । পরে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায় যে আমি যে ফিজিক্যালি ওর সাথে ছিলাম না এতদিন তাতে ওর কিছু যায় আসেনি কারণ আমাদের আত্মা একই তাই ও আমাকে সেরকম মিস্ করেনি । কাজে ডুবে গেছে কিন্তু শেষে আয়াতোল্লা খেমিনি ওকে মেরে

ফেলার আদেশ দেয় কারণ আনকন্ডিশনাল লাভ জিনিসটা মনে হয় জগতে বিরল ।

আয়াতোল্লা হল শিয়া ধর্মের (মুসলিম) শীর্ষ নবী । তার একটুও মায়া কিংবা দরদ নেই । সে পাশবিক ও চামার । সন্ত্রাসবাদী তৈরি করে করে ব্লাস্টে মানুষ মারছে অথচ নিজের হাতে একবিন্দু রক্তও লাগছে না । এবার তার জন্য যেসব সেনা অধিনায়কেরা কাজ করছে তাদের এদিক থেকে ওদিক হেরফের হলে মৃত্যুবাণের আদেশ দিচ্ছে ।

লোকটির কাজ হল মানুষকে শান্তি ও স্বস্তির পথে নিয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে । অথচ ও কি করছে , না খুঁচিয়ে শয়তান বার করে তার পছু(উড়িয়া ভাষায় পায়ু) তে এ কে ৪৭ দেগে দিচ্ছে ।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি না এনে অশান্তি নিয়ে আসছে ।লোকে বলে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই আর এই শয়তান বলে শান্তি নয় যুদ্ধ চাই ।

নিজে বিদেশী গাড়ি চড়ে , প্রচুর বেআইনি সম্পত্তির মালিক (তৈল খনি) ও কালো টাকার দূর্গন্ধে দুই হাত কালো । প্রস্টেট ক্যান্সারের ব্যারামে আক্রান্ত মেয়েদের আনড্রেস করিয়ে করিয়ে সেই দেশে যেখানে মেয়েদের স্পর্শ করলে সাধারণ লোকেরা

বেতের বাড়ি খায় ও জেলে যায় । সেখানে নবী হয়ে এই কুকীর্তি করে চলেছে ।

চুলোয় যাক্ ইরান । ফিরে আসুক পারস্য । ফিরে আসুক কাশেম মতন সত্যকারের নবী যে মানুষের কথা ভাবে । অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপণে অভ্যস্ত এই বিলিওনেয়ার । এই ধরণের মানুষই ইরানের মানুষকে শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে আর ও ইরান ও তার সাধারণ মানুষকে নিজের হাতের তালুর মতন চেনে । **আর ও তো নিজেই শায়ের পুত্র ! যুবরাজ । আর আয়াতোল্লার মতন ও কীইবা চুরি করবে ইরান থেকে ? রাজার ছেলে হয়ে ? কিংস্ আর প্রোভাইডারস্ । যুগ যুগ ধরে । তারা ভিক্ষা করেনা ।** ওর মা শাহ্বানু ফারহা্ দিবা পাহলভি যখন ইরান ছাড়েন তখন তাঁর সব গহনা দেশে রেখে আসেন কারণ উনি মনে করেন এগুলো পারস্যের সম্পত্তি । দেশের সম্পত্তি । কেবল ক্যান্সারে আক্রান্ত শাহ্ ও ছেলেপুলেদের নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন । এধরণের মায়ের ছেলে আর কী নেবে ইরান থেকে আজকে যে নিজেই এত সাকসেস্ফুল ? ও কি কোনো ঘেটো /বস্তি থেকে এসেছে ? আয়াতোল্লার মতন ?

আমি বলছি না সমস্ত ঘেটোবাসীরাই অসৎ ও নির্দয় আমি নিজেই তো মাইগ্রেন্ট (বাংলাদেশী) যদিও বস্তিতে থাকিনি কোনোদিন তবুও ঘর ছাড়া পাখি তো ! কিন্তু এই লোকটি বাস্তু ঘুঘু । এর কাজ ধর্মের মাথা হয়ে মানুষকে আলো দেখানো কিন্তু বদলে এ সারাটা দেশকে চুষে নিচ্ছে ও বকধার্মিক হয়ে বসে আছে । নজর সবথেকে বড় ইলিশ মাছটার দিকে ।

ইরানের মানুষ খুব দিলখোলা । ওরা বাংলাদেশীদের মতন । অচেনা লোককেও বাসায় নিয়ে যায় । আতিথেয়তা করা , থাকতে দেওয়া এসব করে । কাজেই ওদের ওপরে এহেন অত্যাচার আল্লাহ্ /খোদাবক্স বেশিদিন সহ্য করবেন না । নবী পাঠাবেনই । এবং সেই নবী এসে গেছে ।

ক্রাউন প্রিন্স অফ্ ইরান রেজা পাহলভি ২ ।

এদিকে সদগুরু নতুন অধ্যায় শুরু করেছে । ওর বৌ রেখা মহাজনের এক সাথী আছে । সেক্স সাথী । বুড়ির রস ভালোই । এই বয়সে জিগোলো ডাকে তবেই বুঝুন ! এসব হাই সোসাইটির কদর্যতার সাথে পেরে ওঠা দায় । হাতে অঢেল অর্থ আর কিছুই করার নেই কাজেই অকাজ/কুকাজ করে সময় কাটানো । সদগুরু জীবিত থাকতেই লোকটি ছিলো র‍্যাডারে এখন অফিসিয়াল সাথী ।

সে এখন আমার বিরুদ্ধে তুকতাক ব্যাপারগুলো করছে । আমার বদনাম করছে । আমি গরীব, ভিখারিনী বাঙ্গালী । বাঙালীকে তো এখন ভারতবাসীরা কাঙালী বলে । সে আমাকে ফকির বললেও কিছু যায় আসেনা কিন্তু কারা বলছে না যারা আমার স্পিরিচুয়াল এনার্জি চুরি করে ঈশা ফাউন্ডেশান ফেঁদে কোটিপতি হয়েছে ও এখন আইনের হাতে ধরা পড়ে কঠিন শাস্তি পাচ্ছে । শাস্তি কমের আর্জি জানাচ্ছে । হাস্যকর বললে খুবই কম বলা হয় । পাগল শব্দও কিছু নয় । এরা একটা বুঁদবুঁদের মধ্যে বাস করে । এদের ঘাড় ধরে বাস্তবে নামিয়ে আনা উচিৎ । সোঁদা মাটির গন্ধ শোকানো

উচিৎ । কেরোসিনে চুবিয়ে গায়ে আগুনের শেঁকা দিলে যখন পুড়ে যাবে তখন বুঝবে কোনটা রিয়েল আর কোনটা ফেক্ !

এই ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার যে অনেক ধর্মগুরু শেখায় যে এই জীবনটা মায়া । অল ইজ মায়া । আমরা মায়াতে বাস করি । কথাটা ভুল ।

এটা মায়া ফায়া কিস্যু না। মায়া হল রিয়েলিটির পার্সপেক্টিভে । মায়াটা একটি বিমূর্ত ধারণা । যেমন পুরো সৃষ্টিকে যদি ম্যাট্রিক্স ধরি তাহলে পরাব্রহ্ম হলেন সত্য ও একমাত্র সত্য যিনি কদাচ ধ্বংস হননা । পার্মানেন্ট । সেই হিসেবে এই জীবন মায়া । কারণ এটা শেষ হয়ে যায় । পার্মানেন্ট নয় । কিন্তু আদতে তো আমাদের এই জীবন ভোগ করতে হয় । ব্যাথা বেদনা দু:খ কষ্ট এমনকি যা কর্ম তৈরি হয় তার ফলভোগ করতে হয় । তাহলে মায়া কীদৃশ ? মায়া হল একটা কনসেপ্ট । কেউ যদি বলে এটা মায়া তখন তার গালে সজোরে জুতো মেরে দেবেন ভদ্র ভাষায় । বলবেন -- ওয়েল , আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ বাট ইউ নো হোয়াট ? **আই অ্যাম লাইকিং দিস্ মায়া (জনপ্রিয় গানের কলি) !** আপনি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করুন আমাকে আমার নিজ জীবন যাপন করতে দিন । আমার কাজ

সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপন করা । ওটাই আমার সাধনা এই জন্মের জন্য । কেমন ?

তো আমি বেঁচে থাকতে সদগুরুকে বলি যে তুই বেশি আমার সাথে শয়তানি করলে আমি তোকে ভারতীয় পার্লামেন্টের সামনে শুইয়ে তোর দেহ নখ দিয়ে চিরে দেবো । নৃসিংহ অবতারের মতন । যেমন হিরণ্যকশিপুকে করেন উনি ।

সদগুরুকে আমি তুই করে ডাকি আর সদগুরু নিজের পালিত মেয়ে রাধেকেও অনুমতি দেয় সদগুরুকে তুই করে সম্বোধন করার । এতে নাকি নৈকট্য বাড়ে ।

মারাঠিরা নাকি মাকে তুই করে ডাকে । আর সদগুরু তো মারাঠি । প্রমোদ মহাজন । এখন সে মারা গেছে কিন্তু রেখা মহাজনের সেক্স সাথী ; **সদগুরুর যমজ ভাই সেজে** নানান রকম ছলচাতুরি শুরু করেছে আমার সাথে । হয়ত ফেস বদলে নিয়েছে প্লাস্টিক সার্জারি করে । সেটা আমি সঠিক জানিনা । মানে দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না ।

সেদিন গোমিরা নাচের ভিডিও দেখছিলাম । অমৃতা আলোকচিত্রী ইউটিউব চ্যানেল নামক এক বান্ধবীর । এটা দিনাজপুরের ফোক্ নাচ । গম্ভীরাও বলে । মুখা নাচ অর্থাৎ মুখোশ নাচ । যারা করে তারা রাজবংশী । আমরা জানি বাংলায় থাকে ঘটি, বাঙাল ও কিছু অন্যরাজ্যের মানুষ । কিন্তু আদতে উত্তরবঙ্গে নেপালী/ভুটিয়া যারা কিছু চা বাগানের মানুষ অথবা মাইগ্রেন্ট ব্যাতীত আরেক ধরণের মানুষ আছে যারা সত্যিকারের নিখাদ বাঙালী । তারা হল রাজবংশী । আমার এক ভাইয়ের স্ত্রী রাজবংশী । বড় ভালো মেয়ে । পেশায় ইঞ্জিনীয়ার । ওদের দেখতে একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের হয় আর একটু আমাদের মতন হয় । ওদেরই একটি নাচ গমিরা । খুব সুন্দর । আমি সবসময় ফোক্ আর্ট ও কালচারের বিরাট ভক্ত তাই আমার এই নাচ খুবই ভালো লেগেছে ।

যদিও বৃহত্তর বাঙালীগণ , রাজবংশীদের অপমানজনক -- বাহে -- বলে অভিহিত করে থাকে বলে তারা মরমে মরে থাকেন অথচ তারা বাংলার ইন্ডিজেনাস মানুষ । সেতো আমাদের স্বভাব

আছেই , উড়ে, খোট্টা, মেরো , পাইয়া , গোরা, বাহাদুর-- কাজেই এ আর নতুন কি ?

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গায়ক মাননীয় অজয় চক্রবর্ত্তী একজন্মে আমার সাথে ছিলেন । তখন আমি ভালো গাইয়ে ছিলাম । অজয়দা আমার সাথেই ছিলেন । উনিও গান করতেন । দূরদূরান্ত থেকে লোকে আমার গান শুনতে আসতো । আমি কি ছিলাম তা আমি জানিনা ।

বলিউডি সুরের জাদুকর যিনি পিয়ানোতে হাত দিলেই নিজের থেকে সুর সৃষ্টি হত সেই আদেশ শ্রীবাস্তবও কোনো জন্মে আমার সাথে ছিলেন ও মিউজিশিয়ান ছিলেন । তখনও আমি সংগীত মুখর ছিলাম । তারপর আমাদের আত্মা আবার এই জন্মে নতুন দেহ ধারণ করে গার্গী, অজয় চক্রবর্ত্তী ও আদেশ শ্রীবাস্তব হয়ে জন্ম নেয় ও পরস্পরকে চিনতে সক্ষম হয় রমণ মহর্ষির পরম কৃপায় ।

শ্রী রমণ মহর্ষি যখন দেহত্যাগ করেন যাকে মহানির্বাণ বলা হয় তখন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী হেনরি কার্টিয়ার ব্রেসন যিনি সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় আলোকচিত্রী ছিলেন তিনি ও আরো বহু মানুষ দেখেন যে একটি বিরাট তারার মতন বস্তু আকাশে উড়ে যাচ্ছে যার একটি লেজ আছে এবং সেটি

অরুণাচল পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় । অর্থাৎ সেটাই মহর্ষির আত্মা । ওনার গুরু বা স্বরূপ অরুণাচল অথবা পরাব্রহ্মে গিয়ে মিলিয়ে যায় । এই দৃশ্য সারা ভারত ও বিশ্বের নানান জায়গা থেকে দেখেন ওনার ভক্তবৃন্দ ।

কাজেই আত্মা আছেই আর সে ফিরে ফিরে আসে নিজের অপূর্ণ বাসনা মেটাবার জন্য ও কর্ম ফল ভোগ করবার জন্য ।

এই যেমন ঋষি সুনাক ! এমনি এমনি ইউ-কের রাষ্ট্রপ্রধান হননি ! নারায়ণ মূর্তি সাহেব তার জন্য কালা জাদুর সাহায্য নিয়েছেন । যদিও ঋষি ভালো কাজ করছেন কিন্তু ভোটে জিততে সক্ষম হননা । তখন মূর্তিসাহেব ব্ল্যাক ম্যাজিকের হাত ধরেন কারণ উনি ভাবেন যে ভারতের নাম উজ্জ্বল হবে এতে যে একজন ভারতীয় এবার ইংলিশদের নেতা হয়ে ওদের ওপরে প্রভুত্ব করবে । ওরা তো কতনা অত্যাচার করেছে আমাদের ওপরে ! এমনকি আমাদের কোহিনূরটিও নিয়ে গেছে ও ফেরৎ দেবার নাম নেই । হয়ত তাই মূর্তি সাহেব এমনতর স্থির করেন ও সেইমতন কাজ করেন । কিন্তু ঐ যে বললাম কিছুই পরাব্রহ্মের নজর এড়ায় না । কাজেই এবার ঋষিকে তার ফল ভোগ করতে হবে । ওর

রাজত্ব বেশিদিন চলবে না । ব্রিটেনের বেশিরভাগ মানুষ ওকে পছন্দ করেনা ভারতীয় বলে ।

ওখানে কালা আদমি ভারতীয়-- যারা এতদিন ব্রিটিশদের স্লেভ ছিলো তাদের আন্ডারে থাকতে ইংরেজদের আঁতে ঘা লাগছে উপরন্তু ঋষি একজন হিন্দু কাজেই ওখানে এখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্বেষ চলছে সর্বস্তরে তাই ওকে সরে যেতেই হবে । আর ডাইনি বুড়ি , কুঞ্চিত কেশ , বক্র নাসিকা , লোলচর্মের মহারাণী ক্যামিলা তো আছেই !

ঋষির ঘাড়টাই না ধরে মটকে দেয় বজ্জাত বুড়ি !

আমাকে তো বিচ্- টিচ্- বলে একাকার । ডার্টি নিগার , স্লেভ কি না বলে ?

আমি ওকে সোজা বলে দিই - আরে কিং এর কেপ্ট আমি একজন যোগিনী কাজেই আমার উত্তরণ হয়ে গেছে এবার তুই নিজেরটা সামলা । ডায়নাকে মেরেছিস্ কেন ? কি দোষ করেছিলো ওর বাচ্চা ছেলে দুটি যে ওদের মাতৃহীন করে দিলি তুই রাক্ষসী ? অন্যের বরকে বিয়ে করার বড় সাধ যে !

ব্রিটিশ রাজবংশ নয়, জংলী বিল্লী = ক্যামিলা হল রেসিস্ট । মেগান ভুল বলেনি ।

এবার বই শেষ করার সময় তবে পরে কিন্তু আরো দুই খন্ড বার হবে । এ দেখাই শেষ দেখা নয়কো !

তবে সময় লাগবে ওগুলো বার হতে মাস ৬/৭

এবার উপসংহার লেখার পালা ।

গায়ক নচিকেতার মেয়ে ধানসিড়ি আমার সম্পর্কে ভাইঝি হয় । ওর সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক । কারণ আমার প্রথম বইয়ের নাম ধানসিড়ি , ওর নাম ধানসিড়ি আর আমি ইস্টারে যেখানে বেড়াতে যাই সেখানে একটি বাঙালী খাসা খাবারের দোকান পাই ও খাই তার নামও ধানসিড়ি ! কাজেই আমি এই উপলব্ধি করছি যে কোথাও আমাদের আত্মা একসুত্রে গাঁথা ।

পলিটিক্যাল গ্লাটন রেখা মহাজন যে নিজেই একজন নেত্রী হবার জন্য নানান কান্ড ঘটায় তাদের উচিৎ নিজেদের ছায়াকে শুধরানো । সবারই তো শ্যাডো সাইড থাকে । ওরা নিজেদের শ্যাডো সাইড থেকে কাজ করছে তাই ওদের কাজকম্মো এতো জঘন্য । ওদেরকে নিজেদের ছায়াকে শেঁকে নিতে হবে

যেভাবে বন্য জন্তুর কাঁচা মাংসকে শেঁকে নিয়ে কাবাব বানিয়ে খায় লোকে পূর্ণিমা রাতে-- সাথে চাঁদকে শেঁকে নিয়ে করে রুটি । ওদেরকেও নিজেদের শ্যাডো সাইড থেকে আলো বার করতে হবে নাহলে জন্ম জন্মান্তর এই একই রকম জিনিস চলবে । যতদিন না শিখবে ততদিন মহাজগৎ তোমাকে একই পরীক্ষায় ফেলবে । বললাম তো ।

গতবার আমার মৃত্যু শয্যায় এসে কাশেম সব জানতে পেরে সদগুরুকে গিয়ে পরে হত্যা করে ।

সে তো রাজা ছিলো , বিহারের । আর কাশেম সৈনিক । বিদেশে কোথাও মারে । অর্থাৎ বিহারের বাইরে । আর তার জন্য আমার মতন দেখতে কোনো নারীর সাহায্য নেয় যে ওদের ছলচাতুরি ও অত্যাচার যা আমাকে ও আমার দুই বছরের সন্তানকে ওরা করেছিলো তা বার করতে সাহায্য করে । তবে আমার লুক অ্যালাইককে হাত ধরে ধন্যবাদ জানাতে গেলে আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হই ও কাশেমের পাশে রাখা আমার ছবি ভেঙে ফেলি । তখন তো আমি মৃতা । অথচ ঐ মহিলা ও বীর অর্থাৎ কাশেম দেখে যে আমার ছবিটা মানে রাজকুমারী ভগবতীর চিত্রটা নিজের থেকে ভেঙে

পড়ে যায় । **<u>য্যায়সা ফিল্মো মে হোতা হ্যায় , হো রাহা হ্যায় হবহু !</u>**

একটু হিংসুটে টাইপস্ আরকি । যে আমার পারমিশান না নিয়ে আমার লুক অ্যালাইককে টাচ্ করেছে কেন বীর/কাশেম ।এই আর কি ।

এই জন্মে ওকে দেখে আমি স্থির করি যে শিয়া মুসলিম হয়ে যাবো এতই অভিভূত হই ওর জীবন দর্শনে । এখন আমি ওর মতন দুই হাত পাশাপাশি জুড়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করি যেভাবে ওরা নামাজ পড়ার সময় হাত করে রাখে সেভাবে । হাত বন্ধ করে হিন্দুদের মতন আর প্রণাম করিনা । কাশেম আমাকে এতটাই নাড়া দিয়েছে অন্তর থেকে ।

আদতে কেউ তো আর ক্রিমিন্যাল নয় , গভীর নিদ্রার সময় সবাই পরাব্রহ্মে মিশে যায় । সেখান থেকেই মধু নিয়ে এসে পরেরদিন শুরু করে । তখন সবাই ঈশ্বর । পোকামাকড় , পশুরা , আততায়ী , আমি , তুমি , আইনস্টাইন সবাই । আর বিশ্রাম না নিলে কি হয় ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করো , দেখবে দেহ নাশ হয়ে যাবে । কিন্তু জেগে উঠে আমরা ভুলে যাই কনশাসনেসের কথা , গভীর ঘুমের সময়কার । তাই আবার জেগে ওঠে মানুষ কিংবা দৈত্যি , দানব ।

সূর্য থাকেই ; কেবল ছায়ার আনাগোনাতেই যত বিভ্রান্তি । গভীর ঘুমে সবাই রাজা হই । কেউ ভিক্ষুক নই । নাহলে এত আনন্দ আসবে কোথা থেকে জীবনটা চালানোর মতন ? কম বিড়ম্বনা আছে একটা জীবনে ? বলো ? যেই স্কুলটায় ভর্ত্তি করার পরে আমার মনটা ভেঙে যায় সেখান থেকেই তো দোলন রায় আর লাবণি সরকারের মতন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং অভিনেত্রী ও ভালো ছাত্রীরা বেরিয়েছে । দুজনেই মেধাবী ও ভালোমানুষ । দোলন তো আমার ক্লাসফেলো ছিলো এখনও যোগাযোগ আছে আর লাবণিদি ভীষণ ভালো নাচতো । স্কুলের কোনো ফাংশান হলেই ওর নাচ দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে থাকতো । লাবণিদির বোন ইন্দ্রানী আমার ক্লাসফেলো ছিলো । ওরা তিন বোন । তবে সবচেয়ে সুন্দরী কিন্তু বড় বোন শ্রাবনীদি । ওনার বিয়ে হয় ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন ও ব্যাক তরুণ দের সাথে । কাজেই আমিই হয়ত উন্নাসিক ছিলাম কিংবা লেখাপড়াটা মন দিয়ে করিনি । কেবল প্রেম করে বেড়িয়েছি । অন্যকে দোষ দেওয়া সোজা । নিজেকে নিজের জীবনের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে নাহলে কেইবা নেবে আর কাঁহাতক নেবে ? নিজের হাল নিজেকেই ধরতে হবে একটা সময় কারণ আমি নিজেই নিজের কর্ত্তা

। তাই পড়ে এম-কম ও কস্টিং ড্রপ আউট করলেও চাকরি করেছি অ্যানিমেশানে কিন্তু ভাগ্যে ছিলো সন্ন্যাসিনী হওয়া কাজেই মেনে নিতে হবেই ।

তাই আমি এখন মহানন্দে ভাসি ।

কেবল ঘুমাই আর ভালো ভালো স্বপ্ন দেখি ।

আর ইরানের ভিডিও দেখি । সত্যি কবে এক রাজকুমার এসে আমার হাতটি ধরে নিয়ে যাবে অসামান্য সুন্দর এক দেশে । মাথায় পরিয়ে দেবে ফুলের মুকুট । মৃদু হেসে বলবে , বিয়ে তো হয়েছিলো এক চাঁদভাসি রাতে কোন শিশুকালে কিন্তু তোমাকে আমার সাতমহলের বেগম করতে লেগে গেলো এত্তোগুলো বছর !

আমি তখন পারস্যের আতরে পা ডুবিয়ে হেঁটে চলেছি দিগন্তে , রং জোছনায় ঢাকা আমার সমস্ত পার্থিব দেহ আর মুখে সলমা জরির ওড়না কারণ ইরানের যুবরাজ এখনও জানেনা তার শাহাজাদী ঠিক কে ! ভগবতী , রতি, অ্যাফ্রোদিতি ,গার্গী নাকি মহাদেবী ? শতাব্দী ধরে এই প্রেমটা তো সিকুয়েন্সে হয়নি । তাই না ??

You have got to show your soul otherwise you are just a piece of equipment .

Sylvester Stallone .

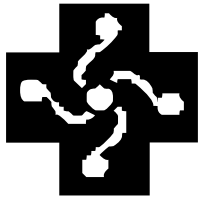

THE END